

মোহাম্মদ কোরানের বাইরে কিছু বলেন নি, করেন নি

মো: জামিলুল বাসার

মুহাদ্দেস, আলেম-আল্লামাগণ ‘হাদিসের সমর্থনে কোরানের যে সমস্যা আয়াত উত্থাপন করেন’[যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে] তার পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত আয়াতগুলি বিবেচনায় না এনে বরং রহস্যজনক কারণে এড়িয়ে যান এবং ১৪ শত বৎসর যাবত গোপন রেখেছেন:

মহানবী কি করেছেন-বলেছেন:

১. ইন্না আঞ্জালনা----আরা-কাল্লা-হ। [নিছা-১০৫] অর্থ: তোমার প্রতি সত্যাসত্য কিতাব নাজিল করেছি; যেন তুমি তাদেরকে ঠিক ঠিক সেভাবেই বিচার মীমাংসা কর।
২. ফাস্তামছিক বিল্লাজী-----ছিরাতীম্মুস্তাক্বীম [যুখর“ খ-৪৩] অর্থ: তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, উহাই দৃঢ়ভাবে আকড়ে থাকো এবং ইহাতেই তুমি সঠিক পথে বহাল থাকবে।
৩. নাহ্নু আ’লামু-----মাইয়াখা-ফু অইদ। [ক্বাফ-৪৫] অর্থ: উহারা যা বলে তা আমরা জানি। তুমি উহাদিগের উপর খবরদারি করার কেহ নহ; সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকেই শুধু কোরানের সাহায্যে উপদেশ দাও।
৪. ইত্তাবেউ-----তাজাক্বার[ন [আরাফ-৩] অর্থ: তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা শুধু তারই অনুসরণ কর এবং ইহা ছাড়া অন্য গুর[দের পরামর্শ অনুসরণ করিও না। তোমরা খুব অল্প সংখ্যকই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।
৫. কুল! আইয়ু শাইয়িন-----অমাম্মালাথ। [আনআম-১৯] অর্থ: বল! সাক্ষ্য প্রদানে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? বল! ‘আল্লাহ’ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী; এই কোরান আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে, যেন আমি তোমাদিগকে এবং যারা আসবে তাহাদেরকে এই কোরান দ্বারাই সতর্ক করি।
৬. অমা-আরছালনা----বি ইজনীল্লাহী। [নিছা-৬৪] অর্থ: রাছুলদের এই উদ্দেশ্যেই মনোনীত করি, যেন তারা আল্লাহর অহি অনুসারেই আনুগত্য করবে।
৭. কুল! মা-কুস্ত বিদ-----নাজিরুম্মুবিন। [আহ্কাফ-৯] অর্থ: আমি তো আর একমাত্র রাছুল নহি। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে! আমি, আমার প্রতি যে অহি আসে, একমাত্র তাইই অনুসরণ করি।
৮. ইত্তা-বি মা-----মিররাবিবকা। [আনআম-১০৬] অর্থ: তোমার রবের নিকট থেকে যা অহি হয়; তুমি শুধু তাইই অনুসরণ করো।
৯. কুল! মা-ইয়কুনু-----আজীম। [ইউনুস-১৫] অর্থ: বল! নিজ থেকে ইহা বদলানো আমার ক্ষমতার বাহিরে। আমার প্রতি যা অহি হয়, আমি কেবল ইহাই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রভুর অবাধ্য হলে, মহা দিবসের শাস্তি আমার জন্য অবধারিত।
১০. অ-লাউ তাক্বাউঅ্যালা-----হা-জ্বীয়ীন। [হাক্বা-৪৪-৪৭] অর্থ: সে [নবী] যদি আমার নামে নিজে কিছু রচনা করতো! তবে অবশ্যই আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম; অতঃপর তার জীবন ধমনী কেটে ফেলতাম; তখন তোমাদের কেহই তাকে রক্ষা করতে পারতে না।
১১. অমা ইয়ানতেকু-----ইউহা। [নজম-৩,৪] অর্থ: তিনি নিজের তরফ থেকে কোন কথা রচনা করেন না; অহি ব্যতীত।
১২. অ-মাল্লাম ইয়াহকুম-----হুমুল ফা-ছেক্বুন। [মায়দা: ৪৪-৪৯] অর্থ: কোরান অনুযায়ী যারা নির্দেশ, বিচার, মীমাংসা করে না; তারাই কাফের, ফাসেক ও জালেম।

শরিয়ত কোরান তথা মহানবীর উপর যতখানি ঈমান রাখার দরকার ছিল, তার চেয়ে বেশি ঈমান ঢেলে দিয়েছেন ইমাম আবু

হানিফা ও বোখারীগণদের (র) উপর; আর এই কারণেই হাদিসের মাধ্যমে রাছুলকে জানতে বা মানতে সম্ভবত তারা ওয়াদাবদ্ধ বলেই কোরানের মাধ্যমে রাছুলকে চিনতে আজ ১৫০০ বৎসরেও রাজী হন নি,হে□ছন না। যদি রাজী থাকতেন তবে আল্লাহর হাদিস ও রাছুলের হাদিসের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পেতেন না। কারণ, কোরান আল্লাহর অহি তা রাছুলের মুখেই প্রকাশ। আল্লাহর সমূহ অহীই রাছুলের পবিত্র মুখ নিসৃত বাণী। উহাই আল্লাহর হাদিস, আল্লাহর হাদিস মানেই রাছুলের হাদিস,রাছুল স্বয়ং তা অস্বীকার বা তার অতিরিক্ত কথা বলতে পারেন না এবং সে অধিকারও কোরানে দেয়নি। তবুও যারা পার্থক্য করে, কোরানের বির□দ্ধে রাছুলের নামে ৭/৪০ লক্ষ হাদিস রচনা করেছেন, কোরানে তাদের কাফের বলে ঘোষণা করে। এ সম্বন্ধে কোরানে বেশ কয়েকটি সাক্ষী প্রমাণ আছে। মাত্র দু’টি আয়াত নিম্নে বর্ণিত হলো:

১. ইন্নালাজীনা ইয়াকফুরুনা-----জালিকা ছাবিলান; উলাইকা-----আজাবাম্মুবীন [নিছা-১৫০, ১৫১] অর্থ: যারা আল্লাহ-রাছুলদের অমান্য করে এবং আল্লাহ ও রাছুলদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে [অর্থাৎ আল্লাহর আইন-রাছুলের আইন; অর্থাৎ ফরজ-ছুন্নাত এবং রাছুলগণের মধ্যে পার্থক্য] অথবা বলে: কাউকে মানি কাউকে মানি না অথবা এ দুয়ের মধ্যে নতুন কোন পথ বের করে; প্রকৃতপক্ষে ইহরাই কাফির। ইহাদের জন্য রয়েছে কঠিন আজাব।

পক্ষান্তরে, আল্লাহ রাছুলের মধ্যে যারা পার্থক্য সৃষ্টি করে না, তাদের জন্য রয়েছে সু-সংবাদ:

২. অল্লাজীনা আমানু---উজ্জুরাহম---গাফুরুররাহীম। [নিছা-১৫২; এমরান-৮৪] অর্থ: যারা আল্লাহ ও রাছুলগণের উপর বিশ্বাসী এবং তাদের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য করে না; তারাই পুরস্কারপ্রাপ্ত হবে। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

উল্লেখিত আয়াতগুলি সহজ, সরল-প্রাঞ্জল যার পুনঃ ব্যাখ্যাও নিঃপ্রয়োজন। এতে সমূহ হাদিসের সুফল-কুফল সম্বন্ধে নিশ্চিত মীমাংসা রয়েছে; মীমাংসা রয়েছে ফরজ সুন্নত পার্থক্যের ভয়াবহতায়। আর এ কারণেই আবু বকর ও ওমর [রা] মাত্র ৫০০ হাদিস রচনা করে বিবেকের দংশনে, দোষখের ভয়ে জ্বালিয়ে দেন; একমাস যাবৎ এস্তেখারা করে অতঃপর হাদিস সংকলনের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। কিন্তু যে ভয়ের আশংকায় জ্বালিয়ে দেন; সংকলনের পরিকল্পনার সমাধি রচনা করেন, দীর্ঘ তিন শত বৎসর পরে ঠিক সেই সমাধি খুঁড়ে কথিত ইমামগণ ছাই কঙ্কাল টেনে বের করে মহানবী তথা খলীফাদের আশা আকাঙ্ক্ষার সমাধি রচনা করলেন! অতঃপর হাদিস-ছুন্নাহ নামে কোরানের পাশাপাশি আলাদা শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করলেন! বিজ্ঞানময় কোরানকে শুধু পড়া, শুনা ও মুখস্থের মায়াজালে বন্দী করে ফেললেন! কোরানের পাশাপাশি হাদিস, ফেকহা, ফতোয়ার আনাগোনা মানেই কোরানের উপর সন্দেহ, কোরানকে দুর্বল ও অপূর্ণ ঘোষণা করা। যদিও তারা এখনও শ্লোগান দেয় যে, ‘কোরান পূর্ণ জীবণ ব্যবস্থা!’ পক্ষান্তরে হাদিস, ফেকহা-ফতোয়া ছাড়া শরিয়তের কোন অস্তিত্বই থাকে না। ‘কোরান পূর্ণাঙ্গ জীবণ ব্যবস্থা’ সুত্রটি যতদিনে কথায় ও কাজে যতদিনে তারা প্রমাণ করতে না পারবে ততদিনে এ জাতি পদে পদে অপমানিত হবে, হতেই থাকবে।

নবীগণ কোরান তথা আল্লাহর সংবিধানের বাইরে তিল পরিমাণ কথা ও কাজ করতে পারেন না এবং করেননি। সকল নবীগণ আল্লাহর কাছে এই শর্তে ওয়াদাবদ্ধ। পক্ষান্তরে হালের হাদিস পন্ডিতগণ প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে থাকেন যে মহানবী নিজের তরফ থেকে অর্থাৎ কোরান বহির্ভূত বহু কথা ও কাজ করেছেন। শুধু তাই নয়, এক এক সময় এক এক রকম অর্থাৎ পাল্টা-উল্টা কথাও বলেছেন। সেগুলিও নাকি একধরণের অহি! এজন্য অহিকে তারা দুই ভাগে ভাগ করেছেন:

ক. কোরান: অহি মতলু, অর্থাৎ পঠিতব্য অহি;

খ. হাদিস: অহি গায়রে মতলু, অর্থাৎ অপঠিতব্য [পড়ার অযোগ্য নয়তো!] অহি।

এই দুয়ের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে জনৈক হাদিস পন্ডিত [শায়খ] আজিজুল হক লিখেছেন:

- ক. কোরানের অর্থ ও ভাষা উভয়ই অক্ষরে অক্ষরে অহি মারফত আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং জিব্রীল কর্তৃক পঠিত হয়েছে। এবং উহাকে অহি মতলু বলে।
- খ. হাদিসের অর্থ ও বিষয়বস্তু আল্লাহর তরফ থেকে অহি মারফত প্রাপ্ত বটে, কিন্তু উহার শব্দ ও বাক্য রাছুলের রচিত। কোরান হাদিসের উৎস একই। তাই কোরান আল্লাহর বাণী যেমন নির্ভুল, হাদিস ও তদ্রূপ নির্ভুল। এতে সন্দেহ নেই।
[দ্র: বোখারী বঙ্গানুবাদ; আজিজুল হক; ১ম খন্ড; মুখবন্ধ অধ্যায়, পৃ: ১২]

পার্থক্যের সমালোচনা

১. উল্লেখিত ধারা দু'টির পক্ষে কোরানের কোন সমর্থন নেই, প্রচলিত হাদিস সূত্র ও সংজ্ঞারও আওতায় পড়ে না; এটি হালের মুখ্য হাদিস পন্ডিতদের ব্যক্তিগত ফতোয়া মাত্র।
২. 'হাদিসের অর্থ ও বিষয় বস্তু আল্লাহর তরফ থেকে অহি মারফত এসেছে' যার শব্দ ও বাক্য রাছুলের [সা] নিজের রচনা করতে হয়েছে। এমন মুক, বধির ও অন্ধ ফেরেস্টাদের মারফত অহি পাঠাবার অভিপ্রায় সন্দেহ ও রহস্যজনক বটে! আর সে অহির স্বরূপই বা কি ছিল! প্রকাশ থাকে যে, অহির একমাত্র বাহক ছিলেন জিব্রাইল; তিনি মুক, বধির অথবা অন্ধ ছিলেন বলে কোন ইতিহাস নেই। তার বহনকৃত অহি [কোরান] সঙ্গে সঙ্গে লেখার পরেও নাকি জিব্রীল দুইবার পরীক্ষা করে সংশোধন করে দিয়েছেন (?)। পক্ষান্তরে, নাম পরিচয়বিহীন বোবা, বধির ফেরেস্টাগণ 'হাদিস অহি' বহন করে আনার তিন শত বৎসর পরে লেখা হয় এবং তা লেখক স্বয়ং ইমাম বোখারীগণ ছাড়া কোন মানুষ বা ফেরেস্টা কর্তৃক পরীক্ষা করা হয় নি! পরীক্ষা করার অধিকার শরিয়ত আজও কাউকে দেয়নি। এমতাবস্থায় 'কোরান যেমন নির্ভুল, হাদিসও তদ্রূপ নির্ভুল; এতে কোন সন্দেহ নেই' এমন বিশ্বাস যারা করেন, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক! তাদের মূল উদ্দেশ্য কোরান তথা ইসলামের প্রতি প্রচণ্ড হুমকিস্বরূপ বটে! এবং ইহার পরিণতি আজ ১৪ শত বৎসরের রক্তাক্ত, বেইজ্জতির ইতিহাস।
৩. মহানবী কবি-সাহিত্যিক ছিলেন না অথবা শরিয়তী মারেফাতী কবি-গায়কও ছিলেন না।। কথিত হয় এবং শরিয়তের কঠিণ বিশ্বাস যে, তিনি লিখতে পড়তে জানতেন না অথচ তিনি স্বয়ং অহি রচনা করেছেন; এত বড় দুর্নাম মহা নবীর উম্মতগণের পক্ষে অশোভনীয় হলেও মৌলবাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে!